"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার রাইট হ্যান্ড হয়ে, সার্ভিস করার ইচ্ছা রেখে সম্পূর্ণ রূপে শ্রীমতের প্রতি অ্যাটেনশন (মনোযোগ) দাও, সংবাদপত্রে কোনো সার্ভিসের খবর বেরোলে সেটা পড়ে সার্ভিসে লেগে যাও"

*প্রশ্নঃ - বাবার নাম তোমরা বাচ্চারা কখন উজ্জ্বল করতে পারবে?

*উত্তরঃ - যখন তোমাদের আচার-আচরণ খুব রয়্যাল আর পরিণত বুদ্ধি হবে । তোমাদের অর্থাৎ শক্তিদের আচরণ এমন হবে যেন ময়ূরী। তোমাদের মুখ থেকে সবসময়ই রত্ন বের করা উচিত, পাথর নয়। পাথর বের করে যারা তারা নাম বদনাম করে দেয়। তারপর তাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায়। বাবার হয়ে কোনো বিকর্ম যেন না হয় - এই বিষয়ে সম্পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে।

*গীতঃ- ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। স্মরণ করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, নিরাকার রূপ পরিবর্তন করে সাকারে এসো। তিনি কোন্ রূপ পরিবর্তন করবেন। এমনটা তো বলবে না যে, কচ্ছপ-মৎসের রূপ ধারণ করে এসো। না । এটা হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া। আহ্বান করে পবিত্র করে তোলার জন্য। যদি তিনি সর্বব্যাপী হন তবে কাকে আহ্বান করে? এই গান তো রেডিওতেও বাজে । কিন্তু কেউ-ই বোঝেনি। তোমরা বাচ্চারা তো এখন সংবাদপত্র ইত্যাদি পড় না। হয়ত লেখাপড়া জানা তথাপি সংবাদপত্র পড়ার শখ নেই । বাকি থাকল গোপ, তাদের মধ্যেও কারো-কারো সার্ভিস করার ইচ্ছা থাকে যে কীভাবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সার্ভিসের রাস্তা বের করা যায় । ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ তো অনেক আছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কোটির মধ্যে কেউ বেরোয় যে সংবাদপত্রে দেখে দ্রুত সার্ভিস করতে শুরু করে দেয়। বাবা রাইট হ্যান্ড করেছেন মাতাদের। গোপদের (ভাইয়েরা) মধ্যে খুব কম জনই সার্ভিসের জন্য এগিয়ে আসে, বিরলই কেউ কেউ যথার্থ রীতিতে শ্রীমতের প্রতি অ্যাটেনশন দেয়। এ হলো একটা পয়েন্ট - ভ্রষ্টাচার আর শ্রেষ্ঠাচারের। ভ্রষ্টাচারী আহ্বান করে - হে ভগবান, এসো, এসে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলো। সবাই অবশ্যই ভ্রষ্টাচারী। বলাও হয় যেমন রাজা-রানী তেমন প্রজা। যেমন রাজা-রানী মানে গভর্নমেন্ট (সরকার) তথা প্রজা মানে জনগণ। সুতরাং বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে ভারত সবসময় শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, স্বর্গ ছিল। স্বর্গেও যদি ভ্রষ্টাচার থাকে তবে তাকে কিভাবে স্বর্গ বলা যেতে পারে? স্বর্গ স্থাপনা নিশ্চয়ই বাবাই করবেন, যাঁকে স্মরণ করা হয়। ভ্রষ্টাচারীই আহ্বান করে, শ্রেষ্ঠাচারী কখনও ডাকে না। ভারত অত্যন্ত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে। সুতরাং নরকে তো ভ্রষ্টাচারীই হবে। শ্রেষ্ঠাচারীর প্রমাণ দেখাও। তোমরা চিত্র দেখাতে পারো - প্রকৃতপক্ষেই সত্যযুগে যথা রাজা রানী তথা প্রজা, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ দেখো শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তো না! নামই হলো স্বর্গ। দ্বাপরে এমন শ্রেষ্ঠাচারী রাজা-রানীদের মন্দির নির্মাণ করে পূজা করে। তবে নিশ্চয়ই নিজেরা ভ্রষ্টাচারী। নিজেকে বলেও থাকে আমি ভ্রষ্টাচারী, কামুক, ক্রোধী, পাপী। তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন.... । ভারতেই ভ্রষ্টাচারী, শ্রেষ্ঠাচারীর মহিমা করে থাকে। ভ্রষ্টাচারী রাজাদের শ্রেষ্ঠা-চারী দেবতাদের মন্দির থাকে । মহিমা গায়ন, নমস্কার, বন্দনা, পূজা করতেই থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন ধর্ম স্থাপন করার জন্য উপর থেকে যে আত্মারা আসে তারা অবশ্যই সতোপ্রধান শ্রেষ্ঠাচারী হবে। মায়ার রাজ্য হলেও প্রথম-প্রথম যারা আসবে তারা অবশ্যই সতোপ্রধান হবে তবেই তো তাদের মহিমা করা হয়। তারপর সতঃ,রজঃ এবং তমঃ-তে আসে। দেবতারাও শ্রেষ্ঠাচারী ছিল । প্রত্যেককেই সতঃ, রজঃ এবং তমঃ-র মধ্য দিয়ে আসতেই হবে, ভ্রষ্টাচারী হতেই হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় - কিছু সংস্থা আছে যারা ভ্রষ্টাচারকে বন্ধ করার জন্য পুরুষার্থ (প্রচেষ্টা) করছে। এখন শ্রেষ্ঠাচারী দেবতাদের মন্দির নির্মাণ করে পূজা করে আসছে। তোমরাই পূজ্য শ্রেষ্ঠাচারী ছিলে তারপর তোমরাই ভ্রষ্টাচারী পুজারী হয়ে পূজ্য দেবী-দেবতাদের বসে পূজা করছো। এখন তোমরা লিখতে পারো যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা সত্যযুগে শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, নির্বিকারী ওয়ার্ল্ড ছিল। তারপর কলা কম হতে থাকে। ভারতকে নিচে নেমে আসতেই হয়। এই খেলা ভারতের জন্যই। অর্ধেক কল্প ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। সবসময় একরস অবস্থা থাকে না। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলায় তো আসতেই হবে ধীরে-ধীরে কলা হ্রাস পেতে থাকে। তমোপ্রধান হয়ে যায়। বাবা বলেন যখন অতি মাত্রায় ভ্রষ্টাচার হয় তখনই আমি আসি। পতিতকে ভ্রষ্টাচারী, পবিত্রকে শ্রেষ্ঠাচারী বলা হয়। এটা তো সম্পূর্ণ বোঝা যায়।

শ্রীমদ্ ভগবত বলা হয়। শ্রীমৎ কি করে? শ্রীমৎ শ্রেষ্ঠ রাজারও রাজা করে তোলে। বলা হয় এই মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারলে তোমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। শুধু দেখো কিভাবে – খ্রীস্টের ৩ হাজার বছর আগে ভারত ১৬ কলা সম্পূর্ণ

শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। ভারত সোনার চড়ুই পাখি ছিল। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা স্বর্গে সবসময় সুখী ছিল তারপর যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন থেকেই ভ্রষ্টাচারী হতে শুরু করে। নিজেরাও বলে থাকে আমার অফিসারদের মধ্যে ভ্রষ্টাচার আছে। রাজা-রানী তো নেই যে বলবে প্রজাদের মধ্যে ভ্রষ্টাচার আছে। এখানে তো চলছেই প্রজাদের উপরে প্রজার রাজ্য। সবাই ভ্রষ্টাচারী। প্রথমে তো গভর্নমেন্ট (সরকার) শ্রেষ্ঠাচারী হওয়া উচিত। তাকে কে বানাবে ? এখন তোমরা গরিব বাচ্চারা নম্বর ওয়ান শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছো। বাবা বলেন আমি এসে সবাইকে শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলি। ড্রামা অনুসারেই সম্পূর্ণ খেলা তৈরি হয়ে আছে। এরপরেও আবারও ঐ গীতা চিত্র ইত্যাদি তৈরি হবে। এখন বাংলায় কালী মন্দির আছে। কালী মা, মা করে প্রাণ দেয়। এই কালী মা বা চন্ডিকা দেবী কোথা থেকে এসেছে? নাম দেখো কেমন। যে ভাগন্তি হয়ে যায় সে প্রজার মধ্যে চন্ডাল হয়। কিন্তু যে এখানে থেকেও বিকর্ম ইত্যাদি করে সে রয়্যাল ঘরানার (রাজ পরিবারের) চন্ডাল হয়। তবুও শেষে গিয়ে তারা মুকুট আর রয়্যাল ঘরানার পোষাক পায়, কেননা এখানে তাদের দত্তক তো নেওয়া হয় তাইনা, সেইজন্যই চন্ডিকা দেবীর পূজা হয়ে থাকে ।

জ্ঞান তো খুব গুহ্য (গভীর) কিন্তু কেউ ধারণ করলে তবে তো! যেমন কোনো ব্যারিস্টার লক্ষ টাকা উপার্জন করে, কারো বা কোটও ছেঁড়াফাটা থাকে । এই পড়াশোনা হলো অসীম জগতের (বেহদের)। বাবা যা কিছু বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন একে সারে এনে (মূল বিষয়) ৫ মিনিটের বক্তব্য তৈরি করে সংবাদ পত্রে দেওয়া উচিত। এটাও জিজ্ঞাসা করা উচিত যে হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছিল? বলতে পারবে না। কিছুই জানে না। তোমাদের অর্থাৎ শক্তিদের আচার-আচরণ এমন পরিণত হওয়া উচিত যেমন ময়ূরী চলাফেরা করে । মুখ দিয়ে রত্ন (জ্ঞানের) বের হবে, পাথর (কটু বাক্য) নয়। ওরা তো পাথর মারবে। তোমরা কখনও পাথর মেরো না। নাম বদনাম ক'রো না। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস : - এখানে ভালো-মন্দ মানুষ আছে। সত্যযুগে এমন কথা বলা হয় না। মন্দ বা পাপ আত্মা শব্দ থাকবেই না। ওখানে হলো ভাইসলেস দুনিয়া। বাচ্চারা জানে - আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম। এই ভারত যা দেবী-দেবতাদের রাজস্থান ছিল, এখন পুরানো হয়ে গেছে। মানুষ জানে না - এখন হলো সঙ্গম যুগ। এখন এখান থেকে নোঙর তোলা হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার থেকে ওপারে চলে যাই। মাঝি আছে না ! নৌকাকে পারে নিয়ে যায়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে - অনেক ধাক্কা খেয়েছি। ভক্তরা জানে না যে - আমরা ধাক্কা খাই। ওরা তো দূরে-দূরে তীর্থ যাত্রায় যায়। বাচ্চারা তোমাদের শুধু স্মরণ করতে হবে। এমন নয় যে স্মরণ করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আত্মাই পরমাত্মার প্রেমিকা হয়-এটা কেউ-ই জানে না । পরমাত্মা হলেন প্রেমিক (মাশুক)। সুতরাং বাচ্চাদের মধ্যেও এমন প্রেমিকা হয় যে প্রেমিককে স্মরণ করে। পুরুষার্থ করতে হবে - নিরন্তর স্মরণ করার। 'সিমরণ' (স্মরণ) শব্দটিও ভক্তি মার্গের। আমরা বাবাকে স্মরণ করি। প্রবৃত্তি মার্গের শব্দ হলো স্মরণ। এটাও খুব মিষ্টি। বাচ্চারা বলে আমরা ভুলে যাই। আরে, বাচ্চা থোড়াই এমনটা বলতে পারে যে আমি বাবাকে ভুলে যাই। স্মরণ করা তো খুব ভালো। নিজের সাথে কথা বলা উচিত। তোমরা মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছো। খুশি হওয়া উচিত। যাঁর জন্য বলে থাকো – তুমিই মাতা-পিতা... । পূর্বের মতোই আমরা উত্তরাধিকার (বর্সা) পাচ্ছি। স্মরণেই পরিশ্রম করতে হয়। এতে তোমাদের অনেক বড় আমদানি, অনেক বড় প্রাপ্তি হয়। শুধুমাত্র চুপ করে স্মরণ করতে হবে। আচ্ছা।

২) তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ছাড়া আর কারো জানা নেই যে সঙ্গম যুগ কখন হয়। এই কল্পের সঙ্গম যুগের মহিমা অনেক। বাবা এসে রাজযোগ শেখান। সত্যযুগের জন্য আগে অবশ্যই সঙ্গম যুগ আসবে। ওরাও মানুষ, তার মধ্যে কেউ কনিষ্ঠ, কেউ উত্তম। তাদের (দেবতাদের মূর্তি) সম্মুখে মহিমা গাওয়া হয় তুমি পুরুষোত্তম, আমরা কনিষ্ঠ (ক্ষুদ্র) নিজেরাই নিজেদের বলে আমি এইরকম, ঐরকম। এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ সম্পর্কে তোমরা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ জানে না। এরজন্য অ্যাডভার্টাইজ (বিজ্ঞাপন) কিভাবে দিতে পারো যাতে মানুষ এর সম্পর্কে জানতে পারবে। সঙ্গম যুগে ভগবান এসেই রাজযোগ শেখান। তোমরা জানো যে আমরা রাজযোগ শিখছি। এখন এমন কি যুক্তি তৈরি করা যায় যাতে মানুষ জানতে পারে। এটাও হবে কিন্তু ধীরে। এখনও সময় আছে। অনেকেই চলে গেছে অল্প কিছু রয়েছে ... । আমরা মানুষকে বলি দ্রুত পুরুষার্থ করতে। জ্ঞান তো সেকেন্ডে পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে তোমরা ঐ সময়েই সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাবে। কিন্তু তোমাদের মাথায় অর্ধ কল্পের পাপ জমা হয়ে আছে, সেটা থোড়াই সেকেন্ডে মিটে যাবে। এতে সময় লাগে। মানুষ মনে করে এখনও সময় আছে, এখন আমরা ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে কেন যাব । ভাগ্যে না থাকলে লিটারেচর (ম্যাগাজিন, প্যামফ্লেট) থেকেও উল্টো কথা তুলে নেয় । তোমরা বুঝেছো যে, এটা হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। হীরে তুল্য গায়ন

আছে না । এরপর কম হয়ে যায়। গোল্ডেন এজ, সিল্ভার এজ। এই সঙ্গম যুগ হলো ডায়মন্ড এজ। সত্যযুগ হলো গোল্ডেন এজ। তোমরা জানো যে স্বর্গ থেকেও এই সঙ্গম যুগ ভালো, হীরে তুল্য জন্ম। অমরলোকের গায়ন আছে না! তারপর কম হতে থাকে। সুতরাং তোমরা এটাও লিখতে পারো যে, পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ হলো ডায়মন্ড, সত্যযুগ গোল্ডেন, ত্রেতা সিলভার.....। তোমরা এটাও বোঝাতে পারো - সঙ্গমেই আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে উঠি। আট রত্নের আংটি তৈরি করলে ডায়মন্ডকে (হীরা) মাঝখানে রাখা হয়। সঙ্গম যুগের প্রদর্শনী হয়। সঙ্গম যুগ হলোই হীরে তুল্য। হীরের মান সঙ্গম যুগেই হয়। যোগ ইত্যাদি শেখানো হয় যাকে স্পিরিচুয়াল (আধ্যাত্মিক) যোগ বলা হয়। কিন্তু স্পিরিচুয়াল তো হলেন ফাদার। রুহানী (আত্মিক) ফাদার আর রুহানী নলেজ এই সঙ্গম যুগেই পাওয়া যায়। মানুষের, যাদের মধ্যে দেহ-অহঙ্কার আছে, তারা এতো তাড়াতাড়ি কিভাবে মেনে নেবে। গরিবদের বোঝানো যায়। সুতরাং এটা লেখা উচিত যে সঙ্গম যুগ হলো ডায়মন্ড। এর আয়ু এতো। সত্যযুগ গোল্ডেন এজ তার আয়ু এতো। শাস্ত্রেও স্বস্তিকা থাকে। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের এইসব স্মরণে থাকলে কতটা খুশি হওয়া উচিত। স্টুডেন্টদের খুশি হয় তাইনা। স্টুডেন্টস লাইফ ইজ দ্য বেস্ট লাইফ (ছাত্র জীবন সবচেয়ে সেরা)। এখানে তো সোর্স অফ ইনকাম আছে। এটা হলো মানব থেকে দেবতা হওয়ার পাঠশালা। দেবতারা বিশ্বের মালিক ছিল। এটাও তোমরা জানো। সুতরাং অগাধ খুশি হওয়া উচিত, সেইজন্যই গায়ন আছে যে অতীন্দ্রিয় সুখ সম্পর্কে গোপী বল্লভের গোপ-গোপিনীদের জিজ্ঞাসা করো। টিচার শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা করান তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত স্মরণ করা উচিত। ভগবান পড়ান তারপর ভগবান-ই সঙ্গে করে নিয়ে যান। তাঁকে আহ্বান করে বলে হে লিবরেটর (মুক্তিদাতা), গাইড। দুঃখ থেকে মুক্ত করো। সত্যযুগে দুঃখই হয়না। বলা হয় বিশ্বে শান্তি আসুক। ওদের বলো, এর আগে কবে ছিল শান্তি? সেই সময় কোন্ যুগ ছিল? কারো জানা নেই। রাম রাজ্য সত্যযুগ, রাবণ রাজ্য কলিযুগ। এটা তো জানো না ! বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের অনুভব শোনানো উচিত। অন্তরের কথা কি যে শোনাবো। অসীম জগতের বাদশাহী প্রদানকারী অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছি আর কি অনুভব বর্ণনা করবো ! অন্য কোনো কথাই আর নেই। এর মতো খুশি আর কিছু হয়না। কখনও কারো প্রতি রুষ্ট হয়ে বাস্তবে ঘরে বসে থাকা উচিত নয়। এ যেন নিজের ভাগ্যের উপর রুষ্ট হওয়ার মতো। পড়াশোনার প্রতি রুষ্ট হলে কী শিখবে? বাবাকে পড়াতেই হবে - ব্রহ্মার দ্বারা। সুতরাং একে অপরের প্রতি কখনোই রুষ্ট হওয়া উচিত নয়। এটা হলো মায়া। যজ্ঞে অসুরদের বিঘ্ন তো পড়ে তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের বাপ ও দাদার স্নেহ স্মরণ আর শুভরাত্রি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের পিতার নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শ্রীমতের প্রতি শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে শ্রেষ্ঠাচারী বানানোর সেবা করতে হবে। এমন চালচলন যেন না হয় যাতে নাম বদনাম হয়। মুখ দিয়ে সবসময়ই রত্ন বের করা উচিত, পাথর (কটু বাক্য) নয়।

২) বেহদের গুহ্য পড়াশোনাকে বিস্তারিত ভাবে শুনে তাকে সারে (মূল বিষয়ে) সমাহিত করে অন্যদের সেবা করতে হবে। শ্রীমতের প্রতি সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে।

বরদানঃ- নিজের কর্ম আর স্থিতির দ্বারা ব্রহ্মা বাবাকে স্পষ্ট দেখিয়ে থাকা মাস্টার ব্রহ্মা ভব

যেমন ব্রহ্মা বাবার সংস্কার ছিল "প্রথমে (পহলে আপ) আপনি "। যে কোনো স্থানে প্রথমে বাচ্চারা, প্রতিটি বিষয়ে বাচ্চাদের নিজের থেকে এগিয়ে রেখেছেন। কিন্তু শুধুই বলা নয়, শুভানুধ্যায়ীর অনুভব নিয়ে। সে করেছে সেটাও বাবার সেবা, আমি করলেও সেটা বাবার সেবা। আমি এগিয়ে যাব, না। অন্যদের এগিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাও। যখন প্রত্যেকের মধ্যে এই ভাবনা আসবে তখনই বলা হবে মাস্টার ব্রহ্মা। তখন কেউ আর বলবে না যে আমরা ব্রহ্মাকে দেখিনি। তোমাদের কর্ম, তোমাদের স্থিতি ব্রহ্মা বাবাকে স্পষ্ট দেখাবে। (প্রত্যক্ষ করাবে)।

স্লোগানঃ- একাগ্রতার দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা সাগরের অতলে চলে যাও তবেই অনুভবের হীরে মুক্তো প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;